নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা অনেকাংশেই নির্ভর করে এডিপি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Implementation Monitoring) এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) ও প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) করে থাকে। এ সকল প্রকল্প পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যেক অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্যতম। এসব সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধারণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা করতঃ ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক ও আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি সমাপ্ত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন চিত্র তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা এবং
- ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা।

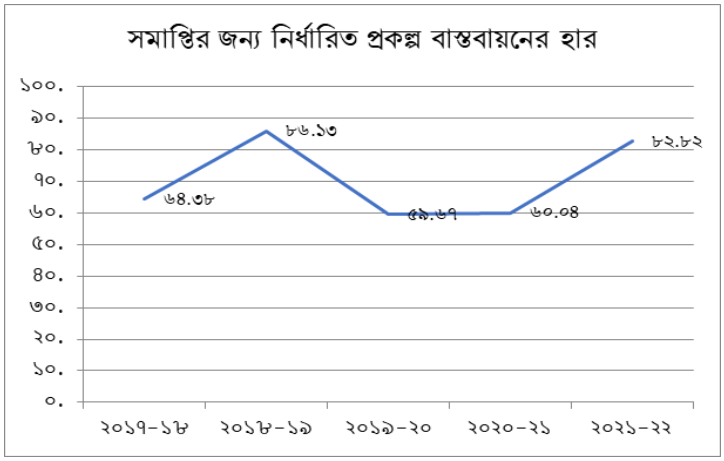
সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংকলন আইএমইডি'র একটি অন্যতম নিয়মিত কার্যক্রম। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল বাস্তবমুখী ও বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পিআইসি) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (stakeholders) (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময় এবং
- সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি, অনুমোদন এবং জারিকরণ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার প্রকাশ করা হলো:



চিত্র-১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প বাস্তবায়নের হার

পার্শ্ববর্তী চিত্র-১ এ গত ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে তা হ্রাস পেলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৭০.৬১ শতাংশ।

২০২০-২১ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৯৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে-

- ১৬৯৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প;
- ১৫০টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প;
- ১০১টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প এবং
- ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত।

২০২০-২১ অর্থবছরে উক্ত এডিপিভুক্ত ১৯৫৪টি প্রকল্পের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী মোট ৩৪৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
১)	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	১)	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন।
২)	ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি প্রণয়ন।	২)	সঠিক সময় ও ব্যয় নির্ধারণপূর্বক ত্রুটিহীন ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে
৩)	Exit Plan না থাকা সংক্রান্ত।	৩)	প্রকল্পের প্রণীত ডিপিপিতে Exit Plan থাকাতে হবে। Exit Plan থাকলে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা/স্থায়ীত্ব এবং ভবিষ্যৎ পরিচালনের বিষয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।
৪)	অনেকক্ষেত্রে যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	৪)	প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
৫)	অনেকক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভূমি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রাথমিক সম্মতি গ্রহণ না করা।	৫)	প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভূমি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রাথমিক সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
৬)	ডিপিপি'র Logical Framework এ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সময়াবদ্ধ না দেখানো।	৬)	ডিপিপি'র Logical Framework এ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সময়াবদ্ধ দেখানো প্রয়োজন।
৭)	MTBF-র আর্থিক সিলিং অনুসরণ না করে প্রকল্প গ্রহণ।	৭)	MTBF-র আর্থিক সিলিং অনুসরণ করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
৮)	ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা।	৮)	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন।
৯)	কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	৯)	কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
১০)	প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	১০)	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
১১)	ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব।	১১)	প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
১২)	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সম্পদসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত।	১২)	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সম্পদসমূহ পরিচালন ব্যয়ের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
১৩)	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব।	১৩)	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
১৪)	সঠিক সময়ে অর্থ ছাড় না করা সংক্রান্ত।	১৪)	সঠিক সময়ে অর্থ ছাড় না করার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরী হয়। তাই প্রকল্পের অর্থ সঠিক সময়ে নিয়মিতভাবে ছাড় করতে হবে।
১৫)	প্রকল্প অনুমোদনের পর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত হওয়ায় যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়।	১৫)	প্রকল্প অনুমোদনের পর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ যথাসময়ে সম্পন্ন করে প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
১৬)	ইউটিলিটি স্থানান্তরে জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।	১৬)	ইউটিলিটি স্থানান্তরে সময়মত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
১৭)	Project Implementation Committee (PIC) এবং Project Steering Committee (PSC) সভাসমূহ যথাসময়ে না হওয়াও এর সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা ।	১৭)	Project Implementation Committee (PIC) এবং Project Steering Committee (PSC) সভাসমূহ যথাসময়ে করা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৮)	একজন প্রকল্প পরিচালক একাধিক প্রকল্পে দায়িত্ব পালন।	১৮)	একজন প্রকল্প পরিচালককে একাধিক প্রকল্পে দায়িত্ব প্রদান করা না করা।
১৯)	প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব।	১৯)	প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব পরিহার করতে হবে।
২০)	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলে বিলম্ব।	২০)	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলে বিলম্ব করা যাবে না।
২১)	প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প পরিচালকগণ অবস্থান না করে ঢাকায় অবস্থান করা।	২১)	প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প পরিচালকগণের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
২২)	প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা।	২২)	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা সমীচীন হবে না।
২৩)	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাদের পর্যাপ্ত চাকুরির মেয়াদ রয়েছে তাদের মধ্য হতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান না করা।	২৩)	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাদের পর্যাপ্ত চাকুরির মেয়াদ রয়েছে তাদের মধ্য হতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
	(১)		(২)
২৪)	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	২৪)	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
২৫)	পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	২৫)	প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
২৬)	নির্মাণ পরবর্তী সময়ে নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ফলে ডিজাইন লাইফ অনুযায়ী প্রকল্পের সুফল পাওয়া যায় না।	২৬)	নির্মাণ পরবর্তী সময়ে নির্মিত অবকাঠামোর যথাযথ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৯৫৪টি) শতকরা প্রায় ১৭.৮৬ ভাগ (৩৪৯টি) সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনের এই সংকলনটি হতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া সম্ভবপর হবে বলেই প্রত্যাশা রাখা যায়।